সংবাদ

তারিখ : 2 Apr ২০১৩
পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৬

এইচএসসির নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা এসএসসির উত্তরপত্রে

প্রতিনিধি, চান্দিনা (কুমিল্লা)

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষার প্রথম দিনে বাংলা (সৃজনশীল) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় চান্দিনার কেন্দ্রগুলোতে এসএসসি ও দাখিলের অপটিক্যাল মার্ক রিডার (ওএমআর) উত্তরপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। পরে ছাত্রছাত্রীরা ওই বিষয়টি জানালে বিপাকে পড়েন কক্ষ পর্যবেক্ষকরা। এ নিয়ে হট্টগোল শুরু হয়।

পরে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিষয়টি নিয়ে বোর্ডের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে ওই উত্তরপত্রেই পরীক্ষা দেয়ার নির্দেশ দেন। ওই ঘটনায় পরীক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক হতাশা ও শঙ্কা বিরাজ করছে। কলেজ ও মাদ্রাসার একাধিক পরীক্ষার্থী জানান,

নৈর্ব্যক্তিক : পৃষ্ঠা : ২ ক

নৈর্ব্যক্তিক : পরীক্ষা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কলেজের পরীক্ষার্থীদের হাতে দেয়া প্রতিটি ওএমআর সিটে এইচএসসি পরীক্ষা ২০১৩ লেখার পরিবর্তে এসএসসি পরীক্ষা ২০১৩ ও মাদ্রাসায় পরীক্ষার্থীদের হাতে দেয়া প্রতিটি ওএমআরে আলিম পরীক্ষা ২০১৩ লেখার পরিবর্তে দাখিল পরীক্ষা ২০১৩ লেখা আছে। অপরদিকে ওই ওএমআর সিটে 'উত্তরপত্রে কোন অবাঞ্ছিত দাগ দেয়া যাইবে না' এমন লেখা থাকায় সমস্যাটি আরও প্রকট হয়।

অনেক পরীক্ষার্থী এসএসসি কেটে এইচএসসি লিখে ফেলেন। মাদ্রাসা বোর্ডের অনেক পরীক্ষার্থী দাখিল কেটে আলিম লিখে ফেলেন। পরে পরীক্ষার্থীরা কক্ষ পর্যবেক্ষকদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে অনেক পর্যবেক্ষকই এর সমাধান দিতে পারেনি।

পরীক্ষা শেষে চান্দিনা মহিলা ডিগ্রি কলেজের পরীক্ষার্থী মীম জানান, কক্ষে ওএমআর সিটে এসএসসি লেখা দেখে কক্ষ পর্যবেক্ষককে দেখাই। তিনি আমাদের জানান, তোমাদের কোন কিছুই পরিবর্তন করতে হবে না। শুধু উত্তর দিয়ে যাও। যা করার বোর্ড করবে।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র কুমিল্লা মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী আশিকুর রহমান জানান, ওই কেন্দ্রেও একই সমস্যা হয়েছে। তবে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন ওএমআর সিট মূল্যায়ন করা হয় কম্পিউটারে। যে উত্তরপত্রে একটি দাগও দেয়া যায় না, কাটাকাটি থাকা সিটে উত্তর দিলে তা মূল্যায়ন করতে কম্পিউটারে সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

এ ব্যাপারে চান্দিনা রেদোয়ান আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ আবদুস সালাম জানান, বোর্ড থেকে একটি নির্দেশনা এসেছে। এতে এসএসসির স্থানে এইচএসসি লেখার জন্য বলা আছে। কিন্তু কেন এমন সমস্যা হলো তা আমরা জানি না।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর কৃষ্ণ গোপী দাসের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।